উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০)

উপজেলা পরিষদ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

জুন, ২০২৫

উপদেষ্টা

জনাব মো: ইসরাইল হোসেন
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
মৌলভীবাজার।

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মো: বুলবুল আহমেদ
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, মৌলভীবাজার।

সম্পাদনায়

জনাব মো: ইসলাম উদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

কারিগরী সহযোগিতায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ।

ডিজাইন

জনাব মৃনাল কান্তি দাশ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ।

মুদ্রণে

এস,কে দাশ প্রিন্টার্স, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ।

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৫

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি,
চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গলে ভ্রমণ করি।

উপজেলা পরিষদ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
সময়কালঃ ২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০

জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
মৌলভীবাজার।

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সেবা প্রদান ও জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি স্বাবলম্বী ও স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে । একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর সঠিক বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন যখন একসূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ করে তখনই টেকসই উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ ২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০ মেয়াদে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে। আমি বিশ্বাস করি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নে শ্রীমঙ্গল উপজেলা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬) প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ ইসরাইল হোসেন)

জনাব বুলবুল আহমেদ
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মৌলভীবাজার।

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। উপজেলা পরিষদকে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ২০১১ সালে মহান জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ পাশ করা হয়। বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদকে আরো গতিশীল ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উপজেলা পরিষদ অধিকতর প্রশাসনিক সক্ষমতার সাথে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিষেবা বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬) হতে (২০২৯-৩০) প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মূলত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে উন্নয়ন আরো টেকসই ও গতিশীলতা পাবে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬) প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করি। শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬) প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(বুলবুল আহমেদ)

মোঃ ইসলাম উদ্দিন
প্রশাসক
ও
উপজেলা নির্বাহী
অফিসার
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে। পাশাপাশি এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়ন ও সহজ হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ০৫ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জন প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ ইসলাম উদ্দিন)

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০৮
১.উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র	০৯-১০
২. উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১১-১৫
৩. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৬-২৭
৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ	২৮
৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৯-৪৫
৬. রূপকল্প	৪৬
৭. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৪৬-৪৯
৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট	৫০-৫৫
৯. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও নমুনা ফরম্যট	৫৬-৫৭
১০. উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা	৫৮-৫৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার মানচিত্র	১০

ছকের তালিকা

ছক ১ ঃ উপজেলার বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১১-১৫
ছক ২ ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	১৬-২৭
ছক ৩ ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ	২৮
ছক ৪ ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৯-৪৫
ছক ৫ ঃ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকনির্ধারণ	৪৬-৪৯
ছক ৬ ঃ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট	৫০-৫৫
ছক ৭ ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যট	৫৭
ছক ৮ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ	৫৮
ছক ৯ ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ	৫৮
ছক ১০ ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা	৫৯

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্তনাই এমন নতুন প্রকল্পেবাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেটবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। শ্রীমঙ্গল উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে। প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রনয়ন জুলাই'২৫ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে আগষ্ট'২৫ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আ´-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতাবজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেহেতু ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমেউপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্তহবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোনপথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

১. উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র

নামকরণ:

দু'শ বছরের প্রাচীন শ্রীমঙ্গল শহরের নামকরণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী শোনা গেলেও রেকর্ডপত্রে লিপিবদ্ধ আছে-"শ্রীদাস ও মঙ্গলদাস" নামে দু'জন প্রথমে এসে এখানে হাইল-হাওরের তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ দু'ভাইয়ের নামানুসারে শ্রীমঙ্গল নামকরণ করা হয় এ জনবসতির। আরেক মহল থেকে বলা হয়েছে, শ্রীমঙ্গল শহরের অদুরে "মঙ্গলচন্ডী" দেবতার এক টি স্থলী ছিল, তার নামানুসারে 'শ্রীমঙ্গল' নামকরণ করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থানঃ

ঢাকা- মৌলভীবাজার (সিলেট) মহাসড়কের ওপর উপজেলা সদরের অবস্থান। উপজেলার উত্তরে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে কমলগঞ্জ উপজেলাধীন পাহাড়ী বনাঞ্চল, পশ্চিমে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও বাহুবল উপজেলা।

বর্তমান উপজেলার ইতিহাসঃ

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ শ্রীমঙ্গল। চা শিল্পের জন্য শ্রীমঙ্গলের সুনাম ও পরিচিতি বিশ্বব্যাপি। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২শ' কি.মি. দূরত্বে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রকৃতির আদুরেকন্যা, সুবিশাল পাহাড়ের পাদদেশে আর হাইল-হাওরের পিঠে ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভাসহ উপজেলা শ্রীমঙ্গলের অবস্থান। চায়ের রাজধানীখ্যাত শ্রীমঙ্গলের আয়তন ৪২৫.১৫ বর্গকিলোমিটার। পাহাড়, অরণ্য, হাওর আর সবুজ চা বাগান ঘেরা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য আর অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীমঙ্গল। প্রকৃতির সুরম্য নিকেতন শ্রীমঙ্গলে দেখার আছে চা বাগানের পর চা বাগান, চা প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র, লাউয়াছড়া রেইনফরেস্ট, মাগুরছড়া গ্যাসকূপ, চা গবেষণা কেন্দ্র, লাউয়াছড়া ইন্সপেকশন বাংলো, খাসিয়াপুঞ্জি, মণিপুরীপাড়া, ডিনস্টন সিমেট্রি, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান নির্মাই শিববাড়ি, টি-রিসোর্ট, ভাড়াউড়া লেক, পাহাড়ি ঝর্ণা, চারদিকে প্রকৃতির নজরকাড়া সৌন্দর্য আর হাজারো প্রজাতির গাছ-গাছালি। শ্রীমঙ্গলের পাদদেশে অবস্থিত এককালে বৃহত্তর সিলেটের মৎস্যভান্ডার বলে খ্যাত 'হাইল-হাওর' এবং শীতের শুরুতে সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা শীতের পাখি। শ্রীমঙ্গলের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত স্বতন্ত্র স্বত্বার উপজাতি জনগোষ্ঠী খাসিয়া, মণিপুরী, টিপরা ও গারোদের জীবনাচার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কারণেও এ অঞ্চলের নাম অনেকের কাছে সুপরিচিত। তাছাড়াও চা, রাবার, লেবু, পান, আনারস ও মূল্যবান কাঠ ইত্যাদি নানা কারণে শ্রীমঙ্গলের প্রসিদ্ধি রয়েছে সর্বত্র। প্রকৃতিই শ্রীমঙ্গলের প্রাণ। ভ্রমণবিলাসীদের কাছে এ এলাকাটি যেন তীর্থস্থান - প্রকৃতিপ্রেমীদের আপন নীড়। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পদভারে বছরের প্রতিটি দিন মুখরিত থাকে শ্রীমঙ্গল। আর এ কারণে শ্রীমঙ্গলে গড়ে ওঠেছে অনেক আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরা। সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থার একাধিক রেস্টহাউজ ও চা বোর্ড পরিচালিত একটি 'টি রিসোর্ট'। এ জনপদের সঙ্গে রেল ও সড়কপথে যোগাযোগ রয়েছে সারাদেশের। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীমঙ্গল আকৃষ্ট করেছে অগণিত পর্যটককে।

দর্শনীয় স্থান:

এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহঃ

- চা বাগান
- আনারস বাগান
- ওফিং হিল
- পান পুঞ্জি
- চা গবেষনা কেন্দ্র
- ভাড়াউড়া লেক
- রাজঘাট লেক
- রাবার বাগান
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
- চিড়িয়াখানা ইত্যাদি

চিত্র ১ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার মানচিত্র

২.শ্রীমঙ্গল উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১,হেলথ বুলেটিন শ্রীমঙ্গল, ২০১৯। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে শ্রীমঙ্গলের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের এই অবস্থান বিবেচনায় নিয়েছে।

ছক ১: শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	বর্গ কি মি	৪২৫.১৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	০৯	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	গ্রাম	সংখ্যা	২০৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মৌজা	সংখ্যা	১১০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৮১	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	কিমি	২২	গুগল ম্যাপ, ২০১৯
	উপজেলা ঘোষণার সাল	সাল	১৯১২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন	৩৬১৭৮৪	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন	৫০.৩১%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	জন	৪৯.৬৯%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	সংখ্যা	২৯৫৮০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন	১০৯০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	জন	৫৪%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	জন	৪৪%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	বৌদ্ধ	জন	০.৬%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খ্রিস্টান	জন	১%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	অন্যান্য	জন	০.৪%	জেলা আদমশুমারি ২০১১
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৯৪	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	২৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্কুল এন্ড কলেজ	সংখ্যা	০২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কলেজ	সংখ্যা	০২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৭	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	০০	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এমপিওভূক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	০০	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	১১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	সংখ্যা	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	৯	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,	সংখ্যা	১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা	২৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা	২১	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	এনজিও	সংখ্যা	১৫	

	ডাকঘর	সংখ্যা	৯	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা	৩৬০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মন্দির	সংখ্যা	২৯	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা	০২	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	গুচ্ছগ্রাম	সংখ্যা	-	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	মোট সড়ক	সংখ্যা	৫৬৭.৪০	এলজিইডি, ২০১৯
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	কিমি	৫৬৭.৪০ কিমি	এলজিইডি, ২০১৯
	কাঁচা সড়ক	কিমি	৪১৯.৩০	এলজিইডি, ২০১৯
	পাকা সড়ক	কিমি	১২৩.৩০	এলজিইডি, ২০১৯
	এইচবিবি সড়ক	কিমি	১০.১৭	এলজিইডি, ২০১৯
	রেল লাইন	কিমি	২০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	রেলষ্টেশন	সংখ্যা	২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	১	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	জলমহাল	সংখ্যা	৫৯	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	বনভূমি	একর	০	উপজেলা বন বিভাগ, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা	৬৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	১০০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১০.৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৮৮	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	৫৩১ (পদ সংখ্যা-৫৪২)	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	জন	৩৬৫৪২	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	জন	৫৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	-	১ঃ ৪০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	২৪ টি	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ওয়াশ ব্লক আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	৯৪	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০২৪)	শতকরা	৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	৫২০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	জন	২১৪৫৪	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত		১ ঃ ২০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার	শতকরা	০০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০২৫)	শতকরা	৮৮.১৭	গুগল
	এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০২৪)	শতকরা	৯০.৮৬	গুগল
	বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার (উপজেলার ৬-১৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে)			
	প্রাথমিক পর্যায়ে (৬-১০ বছর বয়সী)	শতকরা	৮০.১	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে (১১-১৩ বছর বয়সী)	শতকরা	৮৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৪-১৫ বছর বয়সী)	শতকরা	৬৬.৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৪২.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সামগ্রিকভাবে উপস্থিতি (৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৭৫.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৩৬.৪	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	৮,৯৬২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৮.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	২,১২৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	৩৯.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৯,৭৩৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	১৮.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৪,৪৯৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	০- ৫ বছর এর কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার	জন	৩১ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	নবজাতকের মৃত্যুর হার -(০২৮ দিন)	জন	১৭ (প্রতি হাজার	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়,

			জীবিত জন্মে)	২০২৪
	মাতৃমৃত্যুর হার	জন	১৩৬.১৬ (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	উপজেলায় মোট ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	৪,১২৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২৪
	অপ্রাতিষ্ঠানিক (বাড়ীতে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	২,২১৪	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২৪
	প্রাতিষ্ঠানিক(হাসপাতাল/ক্লিনিকে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	১,৯১১	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২৪
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা	জন	৩৫৬	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২৪
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৬,১১২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৪,০৬৯	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	২,০৩,৪১৭	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	জন	৬,৪৭২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০২৪
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	শতকরা	৭৮.৭৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২৪
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	২৪,৯৪০	
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৪২.৮	
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবার	জন	১৭,৮০০	
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৩০.৬	
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগকরে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	৪৯০০	
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারেরহার	শতকরা	৮.৪	
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	১৮০	
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	০.৩	
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	৫৭,১৪০	
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারেরহার	শতকরা	৯৮.২	
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার	সংখ্যা	১০০%	
কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	কর্মক্ষম জনসংখ্যা	জন	১,৪৩,১৮০	
	কৃষিখাতে যুক্ত	জন	৫৪,৯৬০	
	শিল্পখাতে যুক্ত	জন	৩,৬৮০	
	সেবাখাতে যুক্ত	জন	১১,২০০	
	মাথাপিছু দারিদ্রের হার	শতকরা	৩৫.২	
	মাথাপিছু দরিদ্রের সংখ্যা	জন	৮৪৭৪৭	
	মাথাপিছু অতিদারিদ্রের হার	সংখ্যা	১৬.৬	
	মাথাপিছু অতিদরিদ্রের সংখ্যা	জন	৩৯,৯৮২	
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	সংখ্যা	১৪৬	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০২৪
	কার্যকর সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৫২	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০২৪
	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	জন	১৭০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	উপজেলা সমবায় কার্যালয়	জন	২১০	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০২৫
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	জন	৩৮০	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০২৫
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়	জন	৬৪৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০২৫
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	জন	২৮০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০২৫
	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	জন	৭৫০	উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ২০২৫
	২০২৪-২৫ অ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ			
	ইজিপিপি	জন	১৯০২	উপজেলা প্র বা ক কার্যালয়,২০২৫
	ভিজিডি	জন	২১৩৬	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০২৫

	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন	১৩৬০	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০২৫
	বয়স্ক ভাতা	জন	১২২৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন	৭৩৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন	৪৭২৬	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	১৮০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	জন	৪১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	৫১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫

উপজেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের পরিমান

দপ্তর	জন	টাকা	
উপজেলা সমবায় কার্যালয়	১৩৭	৫,৮৭,০০০	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০২৫
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	৪৫	৭,৪০,০০০	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০২৫
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	১৮	২,০৫,০০০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০২৫
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়	১৫৯	৩০,৭৫,০০০	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০২৫
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৮৩	১৯,৫০,০০০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২৫
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	৩৩৩	৭৯,৩৪,০০০	উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ২০২৫
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন		**২,৫২,৯৬,০০০**	**উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ২০২৫**

অদ্যবধি সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের বিবরণ

দপ্তর	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (টাকা)	ঋণ আদায় (টাকা)	খেলাপি ঋণ (টাকা)	ঋণ খেলাপির সংখ্যা (জন)
উপজেলা সমবায় কার্যালয়	৮৩,৫২,০০০	৩৮,৮৯,৮৫৬	৪২,৮৭,২৭৪	৪৭০
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	১,২৯,৬৭,৪৫০	৩২,৬৯,৮৫৬	৩৩,০৫,৬১৬	৩২৭
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	১৪,৫৬,০০০	৫,১৮,২১৮	৯,৩৭,৭৮২	১৪০
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়	৪,৯৭,৩৫,০০০	৩,৯৮,৮৫,০০০	৫৩,৬১,০০০	১,৬০৬
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	৮,৪৯,৪৭,০০০	৩,৫৫,৮০,০০০	৪,১৪,৮৯,০০০	
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	১২,২৭,৭৬,০০০	১০,৭২,৬৩,০০০	৩২,৩০,০০০	৬৩৪

কৃষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

নীট আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর)ঃ ২৫৩১২ হেক্টর

কৃষক পরিবারের সংখ্যা ঃ ২৯২৪০ টি

ফসল/ অর্থবছর	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪		২০২৪-২৫	
	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
বোরো	১২৪৯০	৫১৪৬০	১২৬০২	৫২২১৮	১২৮৪৫	৫৩৬৮৩	১৩১৬০	৫৬৭৮১	১২৮৯০	৫৬৪৭৫
আউশ	৪১৫	১১৫৮	৪১৬	১১৮৮	৪৪০	১৪০৫	৪৪৫	১৪১৮	৮৭০	--
আমন	১৪৯৯৩	৪৪৭৪৩	১৫৪৯৫	৪৮০২০	১৭০৬৫	৪৯৫২২	১৬৬৭৫	৪৭৫২৪	১৭০২৫	৫১৬০৭
লেবু	১৯৯৫	১৮১৫৫	২২০৫	১৮৫৪১	৩১৬৭	৩৩২৩৪	৩৮৬৭	৩৫৮৮৮	৫১২০	--
আনারস	১৬৭	৪৬৮	১৬৮	৪৯৭	১৭০	৫৫২	১৬৫	৫৭৮	১৭০	
পাট	২০	৯৫	১৪	৬৭	২৫	৮১	৩৫	১২	২০	
সরিষা	২৭	৩৫	২৪	৪৪	২৮	৩৪	২৯	৩২	২৯	৪৩
চীনাবাদাম	০	-	--- -	-	- -	-	--- -	-	- -	-
আলু	৮০০	৯৯৫৯	৮০০	১৪৭১০	৫১৫	৯৪৬৯	৭৪৫	২০২৭৫	৭৭০	২২১১৬
মুগডাল	০	-	--- -	-	- -	-	--- -	-	-	-

মসুর	০		-		-	-	-			-
পেঁয়াজ	০		-		-	-	-			-
রসুন	০		-		-	-	-			-
আদা	৫	৬	৫	৭	৫	৮	৫	৮	৭	৬
হলুদ	৮	৯	৭	৯	৭	১৩	৬	১১	৭	৭
ধনিয়া	২	২	২	২	২	৩	২	৩	২	২
মরিচ	৪	৩	৫	৪	৫	৩	৭	৪	৫	৫
পানিকচু	০		-		-	-	-			-
মুখীকচু	৪	৫	৪	৪	৩	৫	৩	৫	৫	-
শাকসবজি (রবি+খরি.)	১০২৮	১৩২৮৫	১০৯৫	১৪১৫১	১৩৪৭	২২১৪৪	১২৫২	২৩৪৫০	১৫৮০	২৯৭০০ সম্ভাব্য

মৎস্য বিষয়ক তথ্য		
মাছের চাহিদাঃ ৩৭৮০ মেট্রিক টন (২০২৪-২৫)	মাছের উৎপাদন ঃ ৪০২০ মেট্রিক টন (২০২৪-২৫)	মৎস্য চাষির সংখ্যাঃ ৪৫৭১ জন (২০২৪-২৫)

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিককারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্তকরা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে ।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহেরঅবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার ২০০০ এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৬,১১২ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা,	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আগত ১৭ হাজার রোগী রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে । ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মশিন,(

				পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আসার জন্য পর্যাপ্ত এ্যাম্বুলেন্স নেই। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা রোগীকে চিকিৎসা প্রদানের কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাইরে কোন টয়লেট নাই ৭। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।			গ্লুকোমিটার, এক্স-রে, বিপি মেশিন, ৩টি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি এ্যাম্বুলেন্সপ্রদান করা যেতে পারে। ৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ একটি করোনা ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে । ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রসমূহে শেড নির্মাণ করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৫ কমিউনিটি ক্লিনিক	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের	কার্যক্রম নেই	৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১৫ টি কমিউনিটি

				বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।			ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪।মাঠ পর্যায় থেকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত ঝুঁকির মধ্যে আছে।	শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন ৯টি ইউনিয়নের ৮১টি ওয়ার্ডে।	শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৫২৭২৩ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস - এপ্রিল,২৫ অনুযায়ী) এর মধ্যে মোট ২১৫৪ জন গর্ভবতী।	১। বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২।উপজেলার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারি চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পেইন/ উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে ২। ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে ৩। ৫০ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে ।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার দারিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায়	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত	১। উপজেলায় তৃণমূ পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮টি	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৭ টি পরিবার টি দরিদ্র	১। ৫৮ টি স্যাটেলাইটে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রোগ্রাম চালু

	বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।		২১,১৮৭ টি পরিবার টি দরিদ্র পরিবার।	কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু কর যায় নাই।	পরিবার।	করতে ৬০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে । ২। প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/ গৃহিণীদের ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পেইন চালুকরা যেতে পারে ৩। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন পরিবার ও ২৯৫৪ টি পরিবারে নলকূপবিহীন। ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৫ টি মাদ্রাসা	১।আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২।দরিদ্র পরিবার সমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। ৪। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	১।জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। প্রকল্পের আওতায় ০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং ০০ টি বিদ্যালয়ে নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণের	৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে নলকূপবিহীন ২৯৫৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে। ১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব-ক থাকবে না।	১। উপজেলায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে ২। নলকূপ বিহীন ২৯৫৪ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে । ৩। ২৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫টি মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে ।

					পরিকল্পনা আছে।		
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ২৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাদ্রাসা ও ০২ টি কলেজ	২০০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩।ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই। ৪।বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসায় দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে	১। ১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ৩ টি মাদ্রাসা ২টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, করা যেতে পারে । ২। ১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি ও ২টি কলেজে মাদ্রাসাতে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৯টি বিদ্যালয় ও ৩ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫ । মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম।	অত্র উপজেলার ২৪টি বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ২টি কলেজ	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান, এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও ৬৩ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারণা কমে যাবে।	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের জন্য ইংরেজী, আইসিটি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ২। ৭১ জন কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
প্রাথমিক	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের	অত্র উপজেলার	৩৬৫৪২ জন	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে	১। পিইডিপি ৪ এর	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ৯৪ টি বিদ্যালয়ে

শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	জরাজীর্ণ অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।	আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৬ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং ৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে। ২।পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। স্লিপ এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ২৮ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে । ৪।২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৪।২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৪।২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। ৫।২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৪ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।		ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরী করা যেতে পারে। ২। ৪০০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। ৩। ৯৪ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ৯৪ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ৯৪ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রঙ পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬।১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭।২০ টি বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৯৪টি দুর্বল সরকারি

					৬। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ২৮টি বিদ্যালয়ের ৯৪ টি ওয়াশ ব-কের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।		প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন।	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন	৪৭,০০৭ টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার ,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। সমন্বিত কৃষি	৩৪, ৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে বিভিন্ন বিষয়ে (কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ৩। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

					উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, ৪। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদে ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপা (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) বিতরণ করা হবে।		
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে	উপজেলার সকল ইউনিয়নে	৬০ হাজার পরিবারের পরিবারের ২ লক্ষ	১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কমিনাশক ও টিকা প্রদান না	উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক

	ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।	গবাদি পশুর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী,কবুতর ও হাঁস ।	করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগ কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে ২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী হাঁস ও কবুতরের টিক প্রদানের জন্য ৭২ জন (ওয়ার্ড প্রতি ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষন ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী।	১। পুকুরগুলো যথে পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যা এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানি ১০২ জন মৎস চাষিকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রদান করা হচ্ছে। ২। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" মাধ্যে ৯টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।	৩০৫০ জন মৎস চাষিকে প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে ।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব , প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে	৭৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্তে উপজেলা মহিলা

				৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সমস্যা, আসবাবপত্র সংকটের কারনে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না। ৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকার কারনে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।	প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব-ক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।		বিষয়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে । ৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপাজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৭০.৫৭ কিমি (১২০ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক গ্রামীণ সড়ক কাঁচা যার মধ্যে ১২৫.৪৯ কিমি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	১। উপজেলার ৭০.৫৭ কিমি (১২০ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২।উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - (IRIDP) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। সিলেট বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - SDIRIIP) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM) এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কিমি সড়ক সংস্কার করা	৪০৭ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে	১। ১০ কিমি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে । ২। ৫৫০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ৭৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে । ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪০টি কার্লভাট করা যেতে পারে । ৪। বিভিন্ন গ্রামাণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।

				তৈরী হচ্ছে এবং গাইড ওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে ।	হবে। রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP) এর আওতায় ১৯ কিমি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে। নবিডেপ প্রকল্পের আওতায় ৯ কিমি সড়ক সংস্কারের কাজ চলমান আছে। উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।		
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	উপজেলার সকল আশ্রয়ন প্রকল্প,	৮০০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারনে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপি হয়ে যাবে।	১। ৫ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ৮০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পাওে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে

				গেছে।			
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল		১। উপজেলা কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা অবকাঠামো উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণেরর্অ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূল বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রান সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি (০৯ ইউনিয়নে -০৯টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র -১০% । এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২) বিশেষ অনুদান ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) ৬) সংসদ সদস্য ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই

উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ-নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছরব্যাপী রাখা উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত 'সম্পদ চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ' (সারণি ৩) ব্যবহার করতে পারে।

ছক ৩: উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য (বার্ষিক বরাদ্দ *৫)
১	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি**	**৯০,০০০,০০**	**৪,৫০,০০,০০০**
২	**বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি**	**৫০,০০,০০০**	**১,৫০,০০,০০০**
৩	**স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ**	**১,৩০,০০,০০০**	**৬,৫০,০০,০০০**
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতিয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	৫৭,৫৫,৯৪,৪৬৮	২৮৭,৭৯,৭২,৩৯০
৫	ইউনিয়ন/ পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	২,১৩,৭৩,১৫৮	৪,২৭,৪৬,৩১৫
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	২,০০,০০,০০০	১০,০০,০০,০০০
৭	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	৪,৮৪,৮৯,০০০	২৪,২৪,৪৫,০০০
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	০০	০০

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমপরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপরের টেবিল ২ এ, ক্রমিক নং ১,২ ও ৩ হচ্ছে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা তহবিল। **এই প্রক্ষেপন অনুযায়ী শ্রীমঙ্গল উপজেলার আগামী পাঁচ বছরে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমান প্রায় ১২.৫ কোটি টাকা।**

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ঐকতান(Synergy) তৈরি করা যায়। একটি উত্তম সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমনসব উন্নয়ন উদ্যোগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় সরকার বড় প্রকল্পে গ্রহণ করলেও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সংগতির মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানে ছোট প্রকল্প গ্রহণ করবে বলে মনে করে।একইভাবে প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম অনেক বেশি।জাতীয় সরকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছক ৪: উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পে মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২৩-২৪	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২৪-২৫
		জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP ৩/ ৪)	শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবে নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২৪-২৫	০০	--
		২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ২৮ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিদ্যালয়ে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫টি বিদ্যালয় মেরামত				

		করা হয়।				
		২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। –				
		২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিইডিপি ৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।				
		পিইডিপি ৩ এর আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।				
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDGPS -১)	উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবে নিশ্চিতকরণ । এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১টি ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২৪-২৫		
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক নুতন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDNN GPS1)	উপজেলার জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবে নিশ্চিতকরণ এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫টি ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬ টি বিদ্যালয়ের ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২৪-২৫		
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়। –	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার ২০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	School Level Implementation Plan	উপজেলার সকল ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান	উপজেলার ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক	চলমান কর্মসূচী		

	(SLIP)	করা হয়েছে ।	বিদ্যালয়			
শিক্ষা	খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	২০২৪-২৫ অ' বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১০ টি স প্রা বিদ্যালয়			
শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্থাপন	২০২৪-২৫ অ' বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৫ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১৫ টি স প্রা বিদ্যালয়			
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরন ক্রয়	উপজেলার ২৮ টি স প্রা বিদ্যালয়ের ৯৪ টি প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।	উপজেলার ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	উপজেলার স প্রা বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার।	২০২৪-২৫ অ' বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৯৪ টি বিদ্যালয়ের ৯৪ টি ওয়াশ ব-কের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলার ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	৯৪ টি স প্রা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ৩ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ।	উপজেলার ৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	UITRCE, BANBEIS	প্রকল্পের আওতায় উপজেলাস্থ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক আইসিটির বেসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে শ্রেনিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনাসহ অনলাইনে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে শিক্ষকগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।	উপজেলা স্থ সকল স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ	চলমান কর্মসূচী	--	--
শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প	০৩ টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলা স্থ সকল স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা	চলমান কর্মসূচী	--	--
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - IRIDP-	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ, কার্লভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন , কৃষি পন্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

		কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করাএই প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার ১০ টি সড়কের ৮.৯৬ কি মি ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২টি সড়ক পাকা করা হয়				
অবকাঠামো উন্নয়ন	সিলেট বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - RDRIIP-	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার ১২ টি সড়কের ২৪ কি মি পাকা করা হয় এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ টি সড়কের ১১.৪২ কি মি পাকা করার কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসুচী (GOBM)	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার ৭ টি সড়কের ১৪.৫ কি মি মেরামত করা হয় এবং ২০১৮-১৯ সালে ১৩ টি সড়কের ২৯.৮৬ কি মি মেরামত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ১৪ টি সড়কের জন্য ৩,৮৩,৪১,৫৪১ টাকার প্রাক্কালন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।	ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্প - UCCP-	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ।	ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪০ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

	(GSIDP)					
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০২৫-২৬ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট RCIP( ) এর আওতায় আনুমানিক১৯ কিমি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২৫-২০২৬	--	--
অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	২০২৫-২০২৬	--	--
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/-(এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪১টি ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর (টি আর/ কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার স্থাপন করা হয় । ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত ৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩২ টি প্রকল্প এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মোট ১৯৫২ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে ।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে । এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। টি আর প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২০৫ টি প্রকল্প ও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপজেলায় ৯ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/ কার্লভার্ট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।২০২৫-২৬ অর্থবছরে এইচবিবি করার জন্য ২,১৫,১২,০০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
জনস্বাস্থ্য	১. হাওড় অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩.অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির কভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

	৫. পিইডিপি-৩/4 প্রকল্প	ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৮.৬৩% এ পৌছে গেছে।				
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার ১৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
স্বাস্থ্য	ই পি আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৮১টি ওয়ার্ডে ৫২টি স্যাটেলাইট চালু রয়েছে।)	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। চলমান (১) গর্ভবতী মায়ের ANC ও PNC সেবা নিশ্চিত করণ; (২) নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; (৩) শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; (৪) কিশোর - কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; (৫) স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; (৬) স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ। (৭) বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়। (৮) অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিত করণ। (৯) পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	UH&FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	উপজেলাধীন ০৯টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মা। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। (২) মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ক সম্ভব হবে। (৩) প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		--	--
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/ পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন।	সকল মহিলা, কিশোর- কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে (১) বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। (২) পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; (৩) মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৪) পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৫) প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		--	--
পল্লী উন্নয়ন		বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায়	উপজেলার			

	দারিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	প্রকল্পটি সিলেট বিভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামিন জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিন ব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন-সেলাই, এমব্রয়টারী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।	৯টি ইউনিয়ন			
পল্লী উন্নয়ন	পিআরডিপি-৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়র বোর্ডের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হলো পকেল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিসি স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালভার্ট, স্কাল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্কীমের ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%(৭০,০০০/-), গ্রামবাসীর অংশ ২০%(২০,০০০/-) এবং ইউপির অংশ ১০%(১০,০০০/-)। পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২ স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন			
কৃষি	চাষী পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন			
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন			

		এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।				
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের সরিষা ও ধান বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের সরিষা ও ধান বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ হতে এই নামে চলমান আছে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টিও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযু সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এব পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপণ করা।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ কর হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃ সেবা প্রদান করা যাবে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলে মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণী দের কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন			
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফস আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন			
কৃষি	সিলেট বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের	সিলেটবিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারন ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগনের আমিষের চাহিদা পূরন করার লক্ষে সৃষ্টি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

	বাস্তবায়ন প্রকল্প					
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০২৩-২৪ সালে ৫ দিন ব্যাপী ও ২০২৪-২৫ সালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	ছাগল/ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাগল/ভেড়া পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	Livestock and Dairy Development Project	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী , মৎস্য জীবি , মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

		কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭২৬ জন। বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ(বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৪১ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচ	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা -ঃ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

		একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা	দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম	দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ১০০০/(এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
যুব উন্নয়ন	জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প	জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ওআত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরে গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন			
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও ছায়াপথ কর্তৃকওএত্র প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা, যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর	সকল ইউনিয়ন			

	(আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং ব্লক বাটিক ০২ টি ট্রেডে ৪০(চল্লিশ) জন প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান সহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।				
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদানপ্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
বন	বৃহত্তর পাবনা জেলা টেকসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কিমি সড়কে Street Plantation এর আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ১,৩৬০ জন, সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন	আশ্রয়ন/ আবাসন প্রকল্পে	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতি নিবন্ধন	১৪৩ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫৭০ জন , সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	১৪৩ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন।	উপজেলার নিবন্ধিত সমিতির	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্নয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার নিবন্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী		

উপজেলা পরিষদ	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)	শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের/ বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়।	উপজেলার সকল দপ্তর/ বিভাগ	চলমান কর্মসূচী		
এনজিও সমূহের পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম						
	গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচী	১৬৪৩ জন সদস্যার মাঝে ঋণ প্রদান পূর্বক তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।		চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মসুচী	৭০০জন সদস্যর মাঝে ২ কোটি টাকা ঋন সেবা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো চেষ্টা করা। বাড়ী নির্মান ও মেরামত অটো ক্রয় মুদি দোকান জমি বন্ধকি উত্যাদি		চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	কৃষি অর্থায়ন কর্মসুচী	দেশে ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ্য ভাবে কৃষিতে জড়িত তাদের কথা মাথায় রেখে ৪০৩ জন সদস্যর মাঝে বিভিন্ন খাতে ১ কোটি৫৫ লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটানো চেষ্টা করা । খাতগুলো হলো জমি ক্রয়, জমি বন্ধকি, ধান ভূট্টা চাষ,ডেইরী খামার, পোল্টি খামার মাছ চাষ, কৃষিতে যান্ত্রিকি করণ ইত্যাদি		চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রও মাঝারী উদ্যোগ অর্থায়ন কর্মসুচী	২৫৪ জন উদ্যেক্তার মাঝে ৩ কোটি ৪৯লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে তাদের নবীন উদ্যেক্তা হিসাবে প্রতিষ্টাকরা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো চেষ্টা করা। নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পুরাতন ব্যবসা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি খাত		চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসুচী	Water org এর আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি মৎস চাষ,খামার পরিচালনা নিরাপদ পানি স্যানিটেশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ০২টি ব্যচে ৫৬ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।		চলমান কর্মসূচী		

ব্যুরো বাংলাদেশ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী	এলাকায় ঘটে যাওয়া দুযোগের বন্যা,ঘূনিঝড়,শীত, ভূমিকম্প ইত্যা পরবর্তী সময়ে ক্ষতি গ্রস্থ জন গোষ্টীকে পুনরায় সাবলম্ভী করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ		চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	রেমিট্যান্স সেবা	ব্যাংক এশিয়া,প্রাইম ব্যাংক লিঃ,এবি ব্যাংক লিঃ এবং দি সিটি ব্যাংক লিঃ মাধ্যমে যে কোন দেশ থেকে তার প্রিয়জনদের পাটানো টাকা পিন/গোপন সংখ্যার মাধ্যমে খুব দ্রুতো ও নিরাপদে এই সেবা প্রদান করা হয়		চলমান কর্মসূচী		
	ইয়ুথ পাওয়ার প্রজেক্ট	প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ১৮০ জন যুব ও যুব নারী। কার্যক্রম- ১. ইয়ুথদের সাথে মাসিক মিটিং। ২. ইয়ুথদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি ৩. ইয়ুদের এডভোকেসি, লার্নিং, লিডারশীপ ট্রেনিং ব্যবস্থাকরণ ৪. বাল্যবিবাহ, নারী সহিংসতা প্রতিরোধে অভিভাবকদের সাথে উঠান বৈঠক। ফলাফল- ১.জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্যতা হ্রাস ২.যুবদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি ৩.যুবদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটেছে। ৪. সাংগঠনিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।		চলমান কর্মসূচী		
	ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৬০ জন যুব নারী। শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত যুব নারীদেরকে ফ্রি ড্রেস মেকিং টেইলারিং বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফলে তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম	১৫০ জন। কার্যক্রম- সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিকে ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করা হয়। এছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের মাঝে ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। ফলাফল-	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		

		১. মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা রোধ পেয়েছে				
	আউট সোসিং আইটি ট্রেনিং কর্মসূচি	৩৫ জন। কার্যক্রম- তাদেরকে ফ্রি আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলাফল- ১.কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২. পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	প্রতিবন্ধীদের সেবা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কার্যক্রম- প্রতিবন্ধীদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার পর সহায়ক উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ফলাফল- ১.প্রতিবন্ধীরা তাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন হয়েছে। ২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমএসডিপি)	২০০ জন । কার্যক্রম- ১.দুঃস্থ, অসহায় পরিবারের মাঝে কোরবানির মাংস বিতরণ। ফলাফল- ১. কোরবানির মাংস প্রদানে আমিষ চাহিদা পূরণে সহায়তা হয়েছে। ২.পুষ্টিহীনতা রোধ পেয়েছে। ৩.উপকারভোগীদের যাচাই পূর্বক প্রকল্পে সম্পৃক্ততা বেড়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
পাপি	গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৯৭৯ জন মহিলা সদস্যের মাঝে ২,১২,০৩,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী	৬০৭৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	আই কেয়ার	১৯৫০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
	কুষ্ঠ ও ফাইলেরিয়া সনাক্তকরন ও সেবা প্রদান	৯১৫ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		

	গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৫৩০১ জনকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প						
আইডিয়া			উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

৬. রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবংএর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?" ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"শ্রীমঙ্গল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।"

৭. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলা উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিএবং অংশগ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৫টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৬ সালের এসডিজি'র তথ্য অনুযায়ী উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্তিত্বি হার ৮০ ভাগের উপর এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করছে। একারনে উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উপস্তিত্বি হার শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ যে সকল বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম সেখানে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । একই সাথে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষন, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ মনে করে এই সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হলে ২০৩০ সাল নাগাদ শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার শতভাগ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নূন্যতম ৮০ ভাগ অর্জন সম্ভবপর হবে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা এবং উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবা গুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার	শিক্ষা	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৯ টি শিক্ষা

	উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।		শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাও উপকরণ প্রদান ।	প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগে উন্নীত করা।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ৫০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২৯/৩০ এর □□□□□ □□□ ২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগন গণিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধে ২৯ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যেছাত্রীদের ঝরে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে এবং উপস্থিতির হার শতভাগ অর্জিত হবে।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৯ টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া	

			ক্লাসরুম তৈরী করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে।	এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী.২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার সংযোগ নিশ্চিত হবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝু হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁ কমানো।	□□□□□□□□□□	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ,কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে ।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করাহবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্সসম্মত্ব ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ৫০ কিমি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	বিভিন্ন পরিষেবাগুলিতে জনগনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৯/৩০ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরু তৃপূর্ণ স্থানের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ৭৬০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে ২৪০ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য	

			অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন।	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার ১৪০০ জন সবজিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাষি কে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৫০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদিপশুপাখিকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৯/৩০ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ১০০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধি মূল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ১০০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্হান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে ও আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্তহবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ৬ ঃ উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধ প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	২৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২০০০০ শিক্ষার্থী	□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	২৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন
২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ , আসবাবপত্র প্রদান প্রদান	শ্রেণী কক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে।	২৯ টি মাধ্যমিক/মাদ্রাসা ও ৯৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৯ টি ইউনিয়নের ৭০০০ শিক্ষার্থী	□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	১০০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন
৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি	১২২টি বিদ্যালয়/মাদ্রাসা	উপজেলার ২৫,০০০ শিক্ষার্থী	□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	২০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা	উপজেলা পরিষদ

		নিশ্চিত হবে।											তহবিল	
৪	দরিদ্র, মেধাবী ,নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	দরিদ্র, মেধাবী ও নারী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	১২২ টি বিদ্যালয়/মাদ্রাসা	উপজেলার ২৫,০০০ শিক্ষার্থী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	২৫ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ০৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ
৫	প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	১২০০ শিক্ষার্থী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	২০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৬	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৯৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯ টি মাধ্যমিক/ মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগন ও ৯৪ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৬ লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৭	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	উপজেলার ০৮টি কলেজ/ মাদ্রাসা	৯০০০ হাজার শিক্ষার্থী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	২৪ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও	শিক্ষার্থীদের	২৮ টি মাধ্যমিক	৬০০০	□□□□□□□	উপজেলার	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা	৬০ লক্ষ	এডিপি ও	উপজেলা

	মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থ্ব উন্নত করা	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে	হাজার শিক্ষার্থী		০৯ টি ইউনিয়ন						উপ:সহ: প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য		অন্যান্য উপজেলা তহবিল	পরিষদ
৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন।	বাল্যবিবাহের কারনে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে।	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৯৫০০ ছাত্রী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা মাধ্যমিক/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৪.৫ লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১০	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	৯৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
১১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও লাইব্রেরী তৈরী করা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	৯৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	□□□□□□□	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	১০০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
১২	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স , উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩ টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকৌশলী	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক	৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও	উপজেলার সকল	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৩ টি	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিবার	২৫ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য	উপজেলা পরিষদ ও

	নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান।	নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত হবে।	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	গর্ভবতী মা ও নবজাতক		ইউনিয়ন						পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী		উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী , স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন /প্রশিক্ষণ।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	৪৮ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৫ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা স্বাস্থ্য ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৫	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মাণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫০০০ হাজার সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৬	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে গভীর নলকূপ স্থাপন।	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে।	৫০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০ হাজারের অধিক সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী/ উপ: সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৭	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্থানে ড্রেন, গাইডওয়াল, ব্রিজ ও কার্লভাট নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।	১০০০০ মিটার ড্রেন, গাইডওয়াল ও ২০০ টি কার্লভাট	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	২০০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৮	পরিসেবাগুলোতে সংযোগকারি সড়ক পাকাকরণ, আরসিসি ও ইট সলিং সড়ক নির্মাণ	পরিষেবাগুলো তে জনগণের প্রবেশগম্যতা	৭০ কিমি সংযোগকারী সড়ক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	৩৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন

		সহজতর হবে।	এইচবিবি/ সিসি করা হবে।											তহবিল	পরিষদ
১৯	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা (ক্ষুদ্র- নৃগোষ্ঠীসহ)	সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	১৫টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও বিভাগসমূহ
২০	উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলায় কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদিপশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী		কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ ও ১৭টি বিভাগ	১৫ লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ১৭টি বিভাগ
২১	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	৩০০ বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিষদ ও ১৭টি বিভাগ	৬ লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায় ,সমাজসেবা কর্মকর্তা কার্যালয়
২২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রান ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।	০৯ টি ইউনিয়নে ০৯ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	১.৫ লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

		সহজতর হবে।	এইচবিবি/ সিসি করা হবে।											তহবিল	পরিষদ
২৩	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক- ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা (টয়লেট, যাত্রী ছাউনি, সিড়ি বাউন্ডারি ওয়ালইত্যাদি)	এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হবে।	৩৫টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	৭০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও বিভাগসমূহ
২৪	উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পুঞ্জিতে কমিউনিটি ট্যুরিজম নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের আয় বৃদ্ধি পাবে ও ক্ষমতায়ীত হবে	০১ টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ০.১৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ০১ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ	৪০ লক্ষ	ইউজিডিপি/ উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
২৫	উপজেলার কৃষকদের জন্য সোলার প্যানেল ইরিগেশন পাম্প স্থাপন প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা হবে।	৩০০ কৃষক		কৃষি	উপজেলার ০১ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিষদ	৩০ লক্ষ	ইউজিডিপি/ উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
২৬	উপজেলার বিভিন্ন রাস্তার ধারে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন (সারিবদ্ধ ভাবে)	জনগনের চলাচলের সুবিধা হবে	০৯ টি ইউনিয়নে	২.৫ লক্ষ অধিবাসী		উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিষদ	৩০ লক্ষ	ইউজিপি/ উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ

৯.পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরে। অসামঞ্জস্যতা নিরুপণ করে থাকে। টিজিপি এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলির সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষনের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য -পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;
৪. স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এতে কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে

ছক ৭ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যাট

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ (%)
১	গ্রামীন সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং সরকারী পরিসেবায় নাগরিকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি	...... কি.মি. রাস্তা ....টি ব্রীজ	২০২৫: ১৫% ২০২৬: % ২০২৭: ___% ২০২৮: ___% ২০২৯: ___%	২০২৫: ১৫% ২০২৬: % ২০২৭: ___% ২০২৮: ___% ২০২৯: ___%

উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ ১ম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ বার্ষিক পরিকল্পনার পকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারনেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ (%)
২	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝড়ে পরার হার হ্রাস করা	নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।	.........পরিবারের ....শিক্ষার্থীদের .... খাদ্য সহায়তা	২০২৫: ২০% ২০২৬: ২৩% ২০২৭: ___% ২০২৮: ___% ২০২৯: ___%	২০২৫: ২২% ২০২৬: % ২০২৭: ___% ২০২৮: ___% ২০২৯: ___%

উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পড়ার হার কমাতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসচূী বজায় রাখার জন্য এতে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ (%)
৩					

উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১০. উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (ইউসিএফবিপিএলআরএম) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া। শ্রীমঙ্গল উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রণয়নে এই কমিটি তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

ছক ৮ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	মো: ইসলাম উদ্দিন	প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, সভাপতি
০২	রণেন্দ্র প্রসাদ বর্ধন	চেয়ারম্যান, আশিদ্রোণ ইউনিয়ন পরিষদ, সদস্য
০৩	মো: আলাউদ্দিন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য
০৪	রাজু বিশ্বাস	উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সদস্য
০৫	মো: ইউসুফ হোসেন খান	উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য সচিব

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ৫ থেকে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য অন্য দপ্তর থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। শ্রীমঙ্গল উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে ৩ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে এবং ১ জন এলজিডির প্রকল্প থেকে নেয়া হয়েছে।

ছক ৯ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	মো: ইসলাম উদ্দিন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি
০২	মো: আলাউদ্দিন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদস্য
০৩	অসীম কুমার কর	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সদস্য
০৪	নিশীথ বরণ রায় নায়েক	উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর ও সদস্য
০৫	মো: ইউসুফ হোসেন খান	উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য সচিব

ছক ১০ ঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা

০১	প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৭	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৮	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৩	চেয়ারম্যান, শ্রীমঙ্গল ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৪	চেয়ারম্যান, কালাপুর ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৫	চেয়ারম্যান, মির্জাপুর ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৬	চেয়ারম্যান, ভূনবীর ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২২	উপজেলা সমবায় অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৭	চেয়ারম্যান, সাতগাঁও ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৩	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৮	চেয়ারম্যান, আশিদ্রোণ ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৪	উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
০৯	চেয়ারম্যান, সিন্দুরখাঁন ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১০	চেয়ারম্যান, রাজগাঁও ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১১	চেয়ারম্যান, কালীঘাট ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৭	ফরেস্টার, উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী কেন্দ্র, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১২	উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৮	উপজেলা ডেভেলোপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১৩	উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৯	ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১৪	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৩০	সমন্বয়কারী, তথ্য আপা প্রকল্প, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১৫	উপজেলা প্রকৌশলী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৩১	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১৬	উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার		